দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 2 8 SEP 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এইচএসসি ও আলিম ফাজিল কামিল পরীক্ষার ফল

দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ও ডিপ্লোমা ইন কমার্স এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার ফলাফল একযোগে প্রকাশিত হয়েছে গত সোমবার। সাত বোর্ডের এইচএসসির গড় পাসের হার ৫৯.১৬, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ও ডিপ্লোমা ইন কমার্সের গড় পাসের হার ৫৮.০৮ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম, ফাজিল ও কামিলের গড় পাসের হার ৬৮.০৯ শতাংশ। সব বোর্ডেরই গড় পাসের হার আগের বছরের তুলনায় বেড়েছে। সাত শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে শুধু হারের দিক থেকেই নয়, জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক থেকেও। গত বছরের তুলনায় পাসের হার বেড়েছে ১৩ শতাংশ। জিপিএ পেয়েছে সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশী ছাত্র-ছাত্রী। গত বছরের তুলনায় এ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। একইভাবে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাসের হারও গত বছরের চেয়ে বেড়েছে। আরও একটি দিক হলো, এবারের পরীক্ষায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা তুলনামূলকভাবে ভালো করেছে এবং কেবল শহরেরই নয় গ্রামের কলেজ-মাদ্রাসার পাসের হারেও উন্নতি ঘটেছে। অতীতের ফলাফলের নিরিখে এবার প্রায় ৬০ শতাংশ পরীক্ষার্থীর পাস নিঃসন্দেহে একটি উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা যদিও অস্বীকার করা যাবে না, ৪০ শতাংশের বেশী ছাত্র-ছাত্রী পাস করতে পারেনি। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে এমন নজির যেমন এবার আছে, তেমনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে যার একজন পরীক্ষার্থীও পাস করেনি। এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩১টি। এর মধ্যে মাদ্রাসা ৮৩টি এবং কলেজ ৪৮টি। পত্র-পত্রিকায় আরও একটি তথ্য এসেছে যা উদ্বেগজনক বটে। বলা হয়েছে, এবার যারা পাস করেছে তাদের মধ্যে ৬০ হাজার পরবর্তী শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যেতে পারে। পাসের হার অতীতের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। অনেকের ধারণা, নকলমুক্ত পরীক্ষা এই ফলাফলকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করেছে। নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের তৎপরতা আগে থেকে শুরু হলেও বলা যায়, ২০০২-২০০৩ সালে মোটামুটি নকলমুক্ত পরিবেশে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে ফলাফল হয় বিপর্যয়কর। ঐ বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থীরাই এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে এবং ফলাফলের ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড উপহার দিয়েছে। এক সময় পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন ছিল সাধারণ ঘটনা। এখন নকলমুক্ত পরীক্ষা সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সঙ্গতকারণেই ফলাফলে তার শুভ প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। নকলের সুযোগ রহিত হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা আগের চেয়ে লেখা-পড়ায় অধিক মনোযোগী হয়েছে। অন্যদিকে সাধারণভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে আগের চেয়ে দায়িত্বশীলতা বেড়েছে। অনিয়ম-দুর্নীতির আশ্রয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল ভালো করার সুযোগ এখন নেই। ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কর্তৃপক্ষ যেমন তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরাও উপলব্ধি করতে পেরেছে ফলাফল ভালো করতে হলে লেখাপড়ার চর্চা বাড়ানোর বিকল্প নেই। এই উপলব্ধিকে আরও ছড়িয়ে দিতে পারলে এবং নকলমুক্ত পরীক্ষার ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে ভবিষ্যতে সকল পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল আরও ভালো হবে, সেটা নিঃসন্দেহে ধারণা করা যায়। জাতীয় উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও বিকাশে মানসম্পন্ন শিক্ষার নিশ্চিত সংস্থান অপরিহার্য। অতীতে এই দিকটি যেকোনো কারণেই উপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অপপরিবেশ, সন্ত্রাস, শিক্ষা ও পরীক্ষা ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি ইত্যাদি স্বাধীনতার পর এমনভাবে ক্রমাগত বেড়ে যায়, যাতে মনে হয় অবস্থার উন্নতি দূরের কথা, আরও অবনতিই ঘটতে থাকবে। মনে হয় কোনো মহল যেন জাতির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই শিক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশী জাতিকে একটি অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অক্ষম, অথর্ব জাতিতে পরিণত করাই যেন ঐ মহলের লক্ষ্য। যাহোক সেদিন নেই, সে আশংকাও অনেকখানি তিরোহিত হয়েছে। এখন চলমান ধারাকে আরও বেগবান করতে হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মানের যে একটা বড় রকমের বৈষম্য আছে, সেটা এ পরীক্ষার ফলাফলেও প্রতীয়মান হয়েছে। অভিযোগ আছে, এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, যাদের শিক্ষকদের অনেকের শিক্ষা এবং যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার প্রশ্ন তো আছেই। তাছাড়া শিক্ষাকেন্দ্রিক উপকরণ, অবকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির শোচনীয় অভাব আছে অনেক প্রতিষ্ঠানে। শেষোক্ত অভাবের কারণে ইচ্ছে ও চেষ্টা থাকলেও এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল সন্তোষজনক হয়ে উঠছে না। ১৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজনও পাস করতে না পারা এমন এক হতাশার জন্ম যার সঙ্গে অন্য কোনো হতাশার তুলনা চলে না। এর চেয়ে অপমান ও অখ্যাতি আর কি হতে পারে! কাজেই এখন আমাদের শিক্ষার মান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বিদ্যাচর্চাকে আরও বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে তা দূর করার পাশাপাশি জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হবে। ফলাফল প্রসঙ্গে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে না পারার যে আশংকা ব্যক্ত করা হয়েছে, সেটা কোনোক্রমেই উপেক্ষাযোগ্য নয়। সকল ছাত্র-ছাত্রী যাতে ভর্তি হতে পারে সেটা এখনই নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা চাই, কারো উচ্চ শিক্ষার পথ যেন কোনো কারণে রুদ্ধ হয়ে না যায়। পরিশেষে এবার যারা পাস করেছে, তাদের অভিনন্দন জানাই, যারা পাস করেনি তাদের জানাই গভীর সমবেদনা। আশা করি আগামীতে তারা কৃতকার্য হবে।